যুগান্তর

তারিখ 10 JAN 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

২ কোটি টাকা বরাদ্দ চাইল বাংলা একাডেমি

হক ফারুক আহমেদ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৮ পরিচালনায় সরকারের কাছে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ চেয়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারের কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি।

স্টল বঞ্চিত প্রকাশকদের প্রতিবাদ সমাবেশ

এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান যুগান্তরকে বলেন, 'এক মাসের মেলার সার্বিক নিরাপত্তাসহ সকল বিষয়ে খরচ অনেক বেড়ে গেছে। সকল দিক বিবেচনা করে আমরা সরকারের কাছে মেলা পরিচালনার জন্য ২ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ চেয়েছি। আমাদের সাধারণ সভায় অর্থমন্ত্রী নিজেও উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানি। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো আশ্বাস আমরা পাইনি। যদিও অর্থ বরাদ্দ খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।'

এদিকে এই অবস্থার মধ্যেই এগিয়ে চলছে মেলার সার্বিক প্রস্তুতি। এবার শুরু থেকেই যেন সবাই একটি গোছানো মেলা পায় তার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। এবারের মেলার বিশেষ দিক হচ্ছে প্যাভিলিয়ন সংখ্যা বাড়ছে। মেলায় সব মিলিয়ে বাংলা একাডেমির দুটি এবং ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

২ কোটি টাকা বরাদ্দ চাইল বাংলা একাডেমি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

২৩টি প্রকাশনা সংস্থাকে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। গতবার বরাদ্দ পাওয়া ইউপিএল ও সাহিত্য প্রকাশ এবার প্যাভিলিয়নের জন্য আবেদন করেনি। এবার সব মিলিয়ে ৩৪০টি প্রকাশনা সংস্থা মেলায় অংশ নিচ্ছে। যার মধ্যে এবারই প্রথমবারের মতো মেলায় অংশ নিতে যাচ্ছে ২১টি প্রকাশনা সংস্থা।

এদিকে এবার মেলার স্টল ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবার প্যাভিলিয়নের ভাড়া বেড়েছে ২০ শতাংশ, চার ইউনিট ১০ শতাংশ এবং তিন ইউনিট ৫ শতাংশ হারে। তবে এক ও দুই ইউনিটের স্টলের ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধি হয়নি। তবে এ ব্যাপারে অনেক প্রকাশক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রকাশক বলেন, আমরা কোনোভাবেই ভাড়া বাড়ানোর পক্ষে নই। এতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। তবে বইমেলা এখন শুধু আর মেলা নয়, এটা একটা উৎসব। এই উৎসবে এখন সরকারের অনুদান দরকার।

মেলার সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, এবার আমরা শুরু থেকেই একটি গোছানো মেলা উপহার দিতে চাই। সে লক্ষ্যে অনেক আগেই কাজও শুরু হয়েছে। ২১ জানুয়ারি এসবের ভিত্তিতে লটারি অনুষ্ঠিত হবে। তারপরই আমরা স্টল নির্মাণের সময় নির্ধারণ করে দেব।

বইমেলায় স্টল বঞ্চিত প্রকাশকদের প্রতিবাদ : বইমেলায় স্টলের অসম বণ্টন হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বেশ কিছু প্রকাশক। এর প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে প্রকাশনা সংস্থা বেহুলা বাংলা, ঘড়িমাটি, মেঘ, টাপুরটুপুরসহ বেশ কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী। তাদের অভিযোগ, কোনো কোনো প্রকাশনী বেশি ইউনিটের স্টল পেয়েছে, সব ধরনের শর্ত পূরণ করার পরও কেউ যা পাওয়ার কথা তা পায়নি, আবার কেউ কোনো স্টল বরাদ্দই পায়নি। মানসম্পন্ন ও তারুণ্যনির্ভর প্রকাশকদের দাবিয়ে রাখার জন্য বাংলা একাডেমি স্বেচ্ছাচারী আচরণ করছে। ১২ জানুয়ারির মধ্যে স্টল বণ্টনে পুনর্বিবেচনা করা না হলে ১৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেবেন তারা। মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীর কাঁটাবনের কনকোর্ড অ্যাম্পোরিয়ামের সামনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

সমাবেশে প্রকাশনা সংস্থা বেহুলা বাংলার স্বত্বাধিকারী চন্দন চৌধুরী, মেঘের কর্ণধার শাহীন লতিফ, টাপুরটুপুরের পরিচালক মহিউদ্দিন মাসুম, কবি গিরীশ গৈরিক, মাহবুব মিত্র ও মাহফুজ রিপন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........................
তারিখ..........................
চীফ, পরিসংখ্যান
চীফ, ডি.এল.
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর